তারিখ 16 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক সংবাদ

4

এসএসসি ঃ যারা সেট কোড ব্যবহার করেনি তারা অকৃতকার্যের তালিকায়

রাশেদ আহমেদ ॥ পরীক্ষার খাতায় সেট কোড নম্বর না দেয়ায় কম্পিউটার বিপর্যয়ের শিকার ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না। তারা 'ফেল'-এর তালিকায়ই থাকবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ কথা জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, এসব অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হলে বোর্ডের টেবুলেশন রুল ভঙ্গ হবে। এতে একটি খারাপ প্রভাব পড়বে। নকলপ্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে।

সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডে '৯৬ সালের অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সেট কোড না দেয়ায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ড ও যশোর বোর্ডেই ৩ হাজারের ওপরে ছাত্রছাত্রী এই অপরাধে অকৃতকার্য হয়েছে। শুধু ঢাকা বোর্ডেই রয়েছে ২ হাজার শিক্ষার্থী।

পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরপত্রে এসব পরীক্ষার্থী সেট কোর্ড নম্বর দেয়নি। ফলে বোর্ডের কম্পিউটারে তাদের নম্বর 'শূন্য' দেয়া হয়। যেহেতু এবছর থেকে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন উভয় বিষয়েই পাস নম্বর পেতে হবে এবং এই পাস নম্বরের ভিত্তিতেই তাদের কৃতকার্যতা বিবেচিত হবে তাই একটি বিষয়ে শূন্য নম্বর পাওয়ার পর ঐসব পরীক্ষার্থীকের অকৃতকার্যের তালিকায় ফেলা হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক ও বর্ণনামূলক প্রশ্নের উভয় বিষয়েই ৫০ করে নম্বর। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নকলপ্রবণতা দূর করার জন্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ৪টি সেট ব্যবহার করা হয়েছে। 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি' নামে বিভক্ত করে এই ৪ সেট প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার সময় বিতরণ করা হয়েছে। যে পরীক্ষার্থী যেই সেট হাতে পেয়েছে সেই সেটে তাকে প্রশ্নউত্তর করতে হয়েছে। সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থীকে কোড নম্বর লিখতে হয়েছে। কিন্তু ৫ বোর্ডের সাড়ে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের প্রশ্নপত্রে কোড নম্বর দেয়নি। ফলে তারা কোন্ সেটে পরীক্ষা দিয়েছে এবং নকল করেছে কিনা তা বুঝা যায়নি।

বোর্ডের কম্পিউটার বিভাগের এক সূত্র জানায়, কোড নম্বর না দেয়া এসব ছাত্রছাত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্যে ফল প্রকাশের আগের দিন পর্যন্ত কম্পিউটার বিভাগ থেকে অপেক্ষা করা হয়েছে। সর্বশেষে টেবুলেশন বোর্ড সিদ্ধান্ত দিয়েছে তাদের অকৃতকার্যের তালিকায় স্থান দেয়ার জন্যে। এসব পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীও রয়েছে বলে সূত্র জানায়। যারা ভাগ্যদোষে এই অবস্থানে গিয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে কিছু করার নেই বলে সূত্র মন্তব্য করে।

এ ব্যাপারে গতকাল সোমবার শিক্ষামন্ত্রী এ এম এইচ কে সাদেকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, টেবুলেশন বোর্ডের আইনই মেনে এসএসসি ঃ পৃঃ ১০ কঃ ৪

এসএসসি ঃ যারা কোড ব্যবহার করেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চলা হবে। এতে কারো মানবিক দিক বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই।

এদিকে এসব পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরা বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার দাবি তুলেছেন। তারা কখনো বোর্ড অফিস কখনো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিচ্ছেন।

গতকাল ভুক্তভোগী দু'জন অভিভাবক 'সংবাদ'কে বলেন, যেহেতু এবারই এই নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে তাই প্রথমবারের মতো বিবেচনা করা উচিত। তাছাড়া এই ভুলের জন্যে শুধু পরীক্ষার্থীই দায়ী হতে পারে না। পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শকও সমানভাবে দায়ী। ছাত্রছাত্রীরা শাস্তি পেলে পরিদর্শক কেন শাস্তি পাবে না?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, সেট কোড-এর এই ভুলের জন্যে পরিদর্শকরা কতোখানি দায়ী তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।